কৃষি মন্ত্রণালয়-এর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সংস্কারের পথনির্দেশিকা

পাইলট উদ্যোগ:
বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

Change-Innovation-Reform Action Plans (CIRAPS)

A Co-creation of 119th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষিখাত অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যম নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণ, কৃষকের জীবনের নিশ্চয়তা এবং টেকসই উন্নয়নের অন্যতম স্তম্ভ।

তবে আধুনিক কৃষির পথে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ; যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি জমি হ্রাস, মানসম্পন্ন বীজ ও চাহিদামতো সার সরবরাহ, বিপণন ও সংরক্ষণ অবকাঠামো এবং তথ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় প্রয়োজন পরিকল্পিত সংস্কার, প্রযুক্তি প্রয়োগ ও নীতি সহায়তা।

এ পুস্তিকাটি ১১৯তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের একটি অনুসঙ্গ হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পুস্তিকায় কৃষি খাতের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাঠামোগত, নীতিগত, প্রক্রিয়াগত ও চর্চাগত ৮টি সংস্কার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে এবং তার মধ্য থেকে একটি সংস্কার উদ্যোগ **"বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন"** এর পাইলটিং কর্মপরিকল্পনার বর্ণনা করা হয়েছে; যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ সেবাকে আরও কার্যকর, জনবান্ধব ও সময়োপযোগী করতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

বিনীত

কাজী আব্দুর রায়হান
যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৯ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- ভূমিকা
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বাহ্যিক চিত্র
- সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম
- উপসংহার

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

ভূমিকা

লক্ষ্য, বিশ্লেষণ ও উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশের কৃষিখাত জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং গ্রামীণ উন্নয়নে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, কৃষিজমির সীমাবদ্ধতা, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাজার ব্যবস্থার জটিলতা কৃষি উন্নয়নে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা অর্জনের কৃষি খাতকে দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর, বাজারমুখী ও টেকসই করতে সরকার সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণে গুরুত্বারোপ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের চর্চাগত, প্রক্রিয়াগত, কাঠামোগত ও নীতিগত সংস্কারের ৮ টি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ ও বিপণনের আন্তঃসংযোগ উন্নয়ন, দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি। এ গুলির বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় একটি দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও ভবিষ্যতপ্রসারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে, যা টেকসই কৃষির ভিত্তি মজবুত করবে। উক্ত সংস্কার প্রস্তাবের মধ্য থেকে "বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক একটি পাইলটিং কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে একটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক কাঠামো গড়ে উঠবে যাতে বীজ উৎপাদন দক্ষতা ও ব্যয় দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

মূল পাইলটিং কর্মপরিকল্পনা বর্ণনার পূর্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সেবার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চিত্র, মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ (SWOP Analysis) এবং ৮টি সংস্কার প্রস্তাব সংক্ষেপে পরবর্তীতে বিবৃত করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চিত্র

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সেবা চিত্র (অভ্যন্তরীণ অবস্থা):

কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রথমত, কাঠামোগত অসামঞ্জস্যতা এবং জনবল অসামঞ্জস্যতা কাজের গতি কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক অফিস স্পেস, আইসিটি দক্ষতা এবং সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনার অভাব নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কঠিন করে তোলে। দ্বিতীয়ত, অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় ঘাটতি থাকায় গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে সফল হয় না। তৃতীয়ত, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ কর্মপরিকল্পনা না থাকায় কৃষকবান্ধব কার্যক্রম দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের অভাব, বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা এবং পর্যাপ্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন ঘাটতির জন্য কার্যক্রমের দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও গতিশীল, প্রযুক্তি-নির্ভর ও কৃষক-কেন্দ্রিক করা জরুরি। দক্ষতা উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, সেবা সম্প্রসারণ ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক সেবা কাঠামো গঠন এখন সময়ের দাবি।

কৃষক ও সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ (বাহ্যিক চিত্র):

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাহ্যিক সেবার মূল লক্ষ্য কৃষক ও সাধারণ জনগণ। তবে মাঠপর্যায়ে সেবা প্রদানে কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ মাঠকর্মীদের মাঠে উপস্থিতি এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় কৃষিসেবায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসম্মত বীজ ও সার সরবরাহ ব্যবস্থা সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর নয়; ফলে উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কম, যা কৃষকের আয় সীমিত রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষকদের ঝুঁকি বাড়ায়, কিন্তু তাদের জন্য পর্যাপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সীমিত। এছাড়া কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি সক্ষমতা কম হওয়ায় কৃষকের উৎপাদিত ফসল অনেক সময় অপচয় হয়। গ্রামীণ কৃষকের ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সুযোগ এখনও সীমিত। এসব কারণে কৃষক পর্যায়ে সেবা প্রদানে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের ঘাটতি দেখা যায়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

SWOT Analysis

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি কৃষি। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ উন্নয়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নিচে মন্ত্রণালয়ের SWOT বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো:

☑ শক্তি/সবলতা (Strengths):

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম শক্তি হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য গৃহীত নীতি, আইন ও বিধিমালা। উচ্চ ফলনশীল ও জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। সরকারের নিয়মিত ভর্তুকি ও প্রণোদনা, মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন উর্বর মাটি, সেচের জন্য মিঠা পানি এবং অনুকূল জলবায়ুও বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

☑ দুর্বলতা (Weaknesses):

তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি গ্রহণে কৃষকদের ধীরগতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক এলাকায় মানসম্মত বীজ, সার ও কীটনাশকের ঘাটতি বিদ্যমান। কৃষক ডেটাবেইজের অভাবে ভর্তুকি বিতরণে স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনাগত সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রশাসনিক ধীরগতি, আন্তঃদফতর সমন্বয়ের অভাব, হালনাগাদ কৃষি পরিসংখ্যানের স্বল্পতা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার অভাব কৃষি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা সৃষ্টি করছে। গবেষকদের পেশাদার কর্মজীবনের অবনমন, কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে ধীরগতি, মানবসম্পদের প্রশিক্ষণ ঘাটতি এবং কৃষিঋণে কৃষকের সীমিত প্রবেশাধিকারও গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা।

☑ সুযোগ (Opportunities):

স্মার্ট কৃষি, আইসিটি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, যান্ত্রিকীকরণ, কোল্ড চেইন ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে PPP কাঠামোর মাধ্যমে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব। নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ এবং আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতা এবং বিদেশে কৃষি শ্রমবাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বিদ্যমান।

☑ হুমকি (Threats):

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড় কৃষি উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে ফেলছে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে কৃষি জমি হ্রাস এবং জমির খণ্ডায়ন উৎপাদন দক্ষতা কমাচ্ছে। বৈশ্বিক সংঘাত ও বাজারে প্রতিযোগিতা, কৃষিপণ্যের মান ও সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক বাজারে সার, বীজ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের অনিশ্চয়তা কৃষিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

প্র্যাকটিস রিফর্ম

কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ ও বিপণনের আন্তঃসংযোগ সুদৃঢ়ীকরণ

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত হলেও গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ ও বিপণন সেবার মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। গবেষণাসমূহে মাঠ চাহিদার সমাধান সবসময় প্রতিফলিত হয় না। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদনে অনাগ্রহ, উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ধীর গতি এবং উৎপাদিত ফসল বিপণন কৃষকের মূল্য প্রাপ্তিতে অসুবিধা কৃষির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে উৎপাদনশীলতা, মূল্য সংযোজন ও কৃষকের আয় সীমিত থাকে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

চাহিদাভিত্তিক কৃষি গবেষণা, দ্রুত নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তি সহায়ক উপকরণ ও বিপণন কার্যক্রমের সমন্বিত কাঠামো তৈরি করে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ ও আয়ের ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

কৃষকের চাহিদা মোতাবেক গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণ; নতুন প্রযুক্তি উপযোগী উপকরণ প্রাপ্যতা ও বিপণন সেবা সহজলভ্য হবে; বাজার সংযোগ বৃদ্ধি পাবে; কৃষির উৎপাদনশীলতা ও আয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

জাতীয় পর্যায়ে, অঞ্চল পর্যায়ে ও ৫টি জেলায় সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম চালু করে কৃষক-গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ উন্নয়ন করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন সহায়তাকারী সংস্থা

FAO

বাস্তবায়ন সময়কাল

পাইলটিং ধাপ ১ বছর; জাতীয় বাস্তবায়ন ৩ বছর; মোট সময়কাল ৪ বছর।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

তিনটি পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন। চাহিদাভিত্তিক গবেষণার তালিকা, নতুন জাত সম্প্রসারণের জন্য বীজ উৎপাদন, নির্বাচিত নতুন জাত সম্প্রসারণ ও বাজার সংযোগ সূচক দিয়ে অগ্রগতি মূল্যায়ন হবে।

প্র্যাকটিস রিফর্ম

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

কৃষি উৎপাদনে মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিএডিসি'র মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। তবে, কার্যক্রমগুলোর পরিকল্পনা ও মনিটরিংয়ের সুনির্দিষ্ট কাঠামোর অভাব রয়েছে। ফলে বাজেট ব্যয় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি দেখা যায়। এই সংস্কার উদ্যোগটিতে কাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ, লক্ষ্যভিত্তিক সূচক নির্ধারণ এবং রেজাল্ট বেইজড মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণে সুষ্ঠু পরিকল্পনা কাঠামো ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাস্তবায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষকের জন্য মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

বীজ উৎপাদনের স্বচ্ছ পরিকল্পনা প্রস্তুত হবে। কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং ব্যয়ে দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

প্রথমে একটি বীজ কার্যক্রমে পরিকল্পনা ছক চালু করা হবে, কর্মব্যবস্থাপনা সূচক নির্ধারণ করা হবে এবং মূল্যায়ন কাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। পরবর্তীতে সকল (৭টি) বীজ কার্যক্রমে উদ্যোগটি সম্প্রসারণ করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

বীজ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল

পাইলটিং ৩ মাস, জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ ১ বছর, সর্বমোট সময়কাল ১ বছর ৩ মাস।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

পরিকল্পনা ছক, মনিটরিং ছক ও বাস্তবায়ন গাইডলাইন।

প্রসেস রিফর্ম

সার ডিলার নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন

প্রেক্ষাপট

সার কৃষির অন্যতম অপরিহার্য উপকরণ। বিদ্যমান ডিলার নিয়োগে এককেন্দ্রীক ব্যবস্থা না থাকায় ও প্রতিযোগিতা সীমিত থাকায় স্থানীয় কৃষকরা অনেক সময় হয়রানির শিকার হন। অনিয়ম, অপ্রাপ্যতা ও অতিরিক্ত দামের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ডিলার নিয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

সার ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এককেন্দ্রিক করা, প্রতিযোগিতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে কৃষকের জন্য সার প্রাপ্তি সহজতর ও সাশ্রয়ী করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

সার ডিলারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, মনিটরিং নিশ্চিত হবে, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষক সহজে সার পাবে; অতিরিক্ত দাম আদায়ের সুযোগ বন্ধ হবে; অনিয়ম হ্রাস পাবে; সারের প্রাপ্যতা সারা দেশে সমভাবে নিশ্চিত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

নতুন সার ডিলার নীতিমালা প্রণয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি ও বিসিআইসি।

বাস্তবায়ন সহায়তাকারী সংস্থা

শিল্প মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসন।

বাস্তবায়ন সময়কাল

পাইলটিং ২ মাস, জাতীয় বাস্তবায়ন ৪ মাস, সর্বমোট সময়কাল ৬ মাস।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

নতুন সার ডিলার নিয়োগ ও সার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন, সরকারি নির্ধারিত দামে কৃষক পর্যায়ে সার বিক্রয় ও ডিলার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

প্রসেস রিফর্ম

খামারি অ্যাপসে বহুমুখী সেবা সংযোজন

প্রেক্ষাপট

ডিজিটাল কৃষিতথ্যের জন্য মোবাইল অ্যাপ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান খামারি অ্যাপসটি সার সুপারিশসহ সীমিত সেবা প্রদান করে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, বাজার মূল্য, আবহাওয়ার তথ্য, কীটনাশক/বালাইনাশক সেবা, আর্থিক সেবা ও সরকারি সহায়তা একই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান জরুরি। তাই অ্যাপসটিতে বহুমুখী সেবা সংযোজন অপরিহার্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

খামারি অ্যাপসে বহুমুখী ডিজিটাল সেবা সংযোজন করে এক প্ল্যাটফর্মে কৃষকের তথ্য, উপকরণ, আর্থিক সেবা ও বাজার সংযোগ সহজলভ্য করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

কৃষক বহুমুখী তথ্য/সেবা পাবে; বাজার ও আবহাওয়ার ঝুঁকি কমবে; আর্থিক সেবা সহজলভ্য হবে; কৃষি আয় ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

পাইলটিং কার্যক্রম

প্রথমে ৫টি বহুমুখী সেবা সংযোজন করা হবে। ক্রমান্বয়ে সেবার সংখ্যা সম্প্রসারণ করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল।

বাস্তবায়ন সহায়তাকারী সংস্থা

আইসিটি বিভাগ, ও বেসরকারি টেক কোম্পানি।

বাস্তবায়ন সময়কাল

পাইলটিং ১ বছর, জাতীয় সম্প্রসারণ ২ বছর, মোট সময়কাল ৩ বছর।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

অ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যা, সেবার ধরন ও সংখ্যা, কৃষকের সন্তুষ্টি, আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার হবে মূল্যায়নের ভিত্তি।

স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সামঞ্জস্যকরণ

প্রেক্ষাপট

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, বাজার বৈশ্বিকীকরণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিছু পদের বর্তমানে কার্যকারীতা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক ইউনিটসমূহে পদসংখ্যার অসামঞ্জস্য রয়েছে। একটি যুগোপযোগী ও দক্ষ সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন এখন সময়ের দাবি।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো হালনাগাদ করে দক্ষ জনবল ব্যবহার, কার্যকর সমন্বয় ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকর সমন্বয়, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও কৃষি নীতি বাস্তবায়নে গতি আসবে; কৃষি মন্ত্রণালয় আধুনিকায়িত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রস্তুত করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সহায়তাকারী সংস্থা

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

বাস্তবায়ন সময়কাল

প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ ৬ মাস, বাস্তবায়ন ২ বছর, মোট সময়কাল ২ বছর ৬ মাস।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

প্রশাসনিক দক্ষতার সূচক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়, সমন্বয়ের মান, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন ও সেবা প্রদানের গতি দ্বারা অগ্রগতি নিরূপণ হবে।

স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

জনবলের প্রাপ্য অফিস স্পেসের সংস্থান

প্রেক্ষাপট

কৃষি মন্ত্রণালয় জনবলের প্রাপ্যতার তুলনায় অফিস স্পেস অপ্রতুল। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা পরিপূর্ণ ব্যবহারে বিঘ্নিত হচ্ছে। অনুপযুক্ত পরিবেশে অফিস পরিচালনা কার্যকারিতা ও মনোবলকে প্রভাবিত করছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

জনবলের অনুপাতে পর্যাপ্ত অফিস স্পেস ও আধুনিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে প্রশাসনিক দক্ষতা কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

কর্মদক্ষতা বাড়বে, কর্মপরিবেশ উন্নত হবে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানের মান উন্নত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস সম্প্রসারণের উপায় নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সহায়তাকারী সংস্থা

গণপূর্ত অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন সময়কাল

কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়ন ২ মাস, বাস্তবায়ন ৩ বছর।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

অফিস স্পেসের অনুপাত, কর্মপরিবেশ সন্তুষ্টি।

পলিসি রিফর্ম

সার ও বীজ আইনের সাথে কৃষি বিপণন আইনের দ্বৈততা পরিহার

প্রেক্ষাপট

বর্তমান কৃষি বিপণন আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈততা রয়েছে। সার ও বীজ সংক্রান্ত পৃথক আইন থাকা সত্ত্বেও কৃষি বিপণন আইনে সার ও বীজের অনুশাসনের দ্বৈততা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে আইন প্রয়োগ জটিল হয় ও সেবাগ্রহীতা/ কৃষকের ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক বাজার ব্যবস্থা ও কৃষি ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান আইনটির সংস্কার প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

কৃষি বিপণন আইনকে হালনাগাদ করে অন্যান্য আইনের সঙ্গে সমন্বিত করা এবং কৃষি ব্যবসায় ও বাজার ব্যবস্থার জন্য স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

আইনি দ্বৈততা কমবে; কৃষি ব্যবসায়ীরা স্বচ্ছতা পাবে; বাজার নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে; কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

আইন সংশোধনের খসড়া প্রণয়ন। পরবর্তী নতুন আইন প্রণয়ন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, আইন মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে আইন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

বাস্তবায়ন সময়কাল

আইন খসড়া প্রণয়ন ৪ মাস; পরবর্তীতে আইন প্রণয়ন ৮ মাস। মোট সময় ১ বছর।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

আইনি দ্বৈততা হ্রাসের মাত্রা, বাজারে স্বচ্ছতা, কৃষকের অংশগ্রহণ এবং ব্যবসায়ীর সন্তুষ্টি দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে।

পলিসি রিফর্ম

দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের কৃষি খাত বারবার ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাজার চাহিদা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অনেক সময় উন্নয়ন কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই একটি দীর্ঘমেয়াদী কৃষি পরিকল্পনা অপরিহার্য।

সংস্কারের উদ্দেশ্য

সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

সম্ভাব্য ফলাফল

খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে; কৃষকের আয় স্থায়ীভাবে বাড়বে; গবেষণা ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে; কৃষি খাত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবে।

পাইলটিং কার্যক্রম

প্রথমে ৬ মাসে সমন্বিত কৃষি রোডম্যাপ তৈরি করে পরীক্ষা করা হবে। সফল হলে জাতীয় পর্যায়ে প্রবর্তন করা হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭ টি দপ্তর/ সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে বাস্তবায়ন হবে।

বাস্তবায়ন সময়কাল

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ১ বছর, বাস্তবায়ন ২৫ বছর, মূল্যায়ন ৫ বছর পরপর।

মনিটরিং ইন্ডিকেটর

খাদ্য নিরাপত্তা সূচক, কৃষকের গড় আয়, প্রযুক্তি গ্রহণ হার ও রপ্তানি বৃদ্ধির হার দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের কৃষি খাত বর্তমানে এক নতুন সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। খাদ্য নিরাপত্তায় সাফল্যের পাশাপাশি বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের সাথে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ যোগ হচ্ছে; যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, বাজারের অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু উৎপাদনমুখী চিন্তায় নয়, বরং একটি সমন্বিত, প্রযুক্তিনির্ভর, কৃষক-কেন্দ্রিক ও অংশগ্রহণমূলক সেবা কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। এই পুস্তিকায় কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক ও প্রয়োগযোগ্য সংস্কার উদ্যোগ উপস্থাপন করা হয়েছে। সংস্কার প্রয়াসগুলি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে একটি গতিশীল, কৃষি উদ্যোক্তা-বান্ধব, পরিবেশ ও প্রযুক্তি-সহিষ্ণু এবং মানসম্পন্ন কৃষি সেবা কাঠামো প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। এটি শুধু কৃষকের কল্যাণ নয়, বরং দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তিও সুদৃঢ় করবে।

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মানসম্মত বীজ সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতি বছর বিভিন্ন জাতের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিএডিসি কর্তৃক উৎপন্ন বীজের মানের প্রতি কৃষকগণ আস্থাশীল এবং এ বীজ জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

তবে, বীজ কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাঠামো এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। কার্যক্রম প্রস্তাব প্রণয়নে একীভূত ছকের অভাবে লক্ষ্য, ফলাফল ও আর্থিক পরিকল্পনায় অস্পষ্টতা রয়েছে। এর ফলে বাজেট ব্যবস্থাপনা, সম্পদের ব্যবহার ও ফলাফল নিরূপণে দুর্বলতা দেখা দেয়। মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ফলাফলভিত্তিক না হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি যথাযথভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

এই বাস্তবতায় "বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন" সংস্কার উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে, যা কাঠামোগত পরিকল্পনা, লক্ষ্যভিত্তিক সূচক নির্ধারণ এবং ফলাফলভিত্তিক মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বীজ কার্যক্রমকে দক্ষ, স্বচ্ছ ও তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করবে।

পাইলটিং কর্মপরিকল্পনা

একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা: কারণ ও ফলাফল

বিএডিসি কর্তৃক গৃহীত বীজ কার্যক্রম গুলির পরিকল্পনা কাঠামোগত দুর্বলতা, সমস্যাটির কারণ ও ফলাফল তুলে ধরা হল:

সমস্যা	কারণ	ফলাফল
১. পরিকল্পনা প্রস্তাব ছকের অনুপস্থিতি	একীভূত পরিকল্পনা ছক না থাকায় লক্ষ্য ও ফলাফল অস্পষ্ট	মনিটরিং দুর্বল হয়, তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যাহত হয়
২. জবাবদিহিতা সংস্কৃতির অভাব	মনিটরিংকে অনেক সময় শাস্তিমূলকভাবে দেখা হয়	কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরূপ মনোভাব ও তথ্য প্রদানে অনীহা দেখা যায়
৩. দক্ষতা মূল্যায়নের সূচক নেই	পারফরম্যান্স নির্ধারণের সূচক নির্দিষ্ট নয়	কর্মদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি মূল্যায়ন সম্ভব হয় না
৪. দুর্বল মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক	যাচাই ও অনুসরণ পদ্ধতি অপর্যাপ্ত	মাসিক প্রতিবেদন বাস্তব পরিস্থিতির যথাযথ প্রতিফলন হয় না
৫. ইন্টারনাল ইভালুয়েশন বন্ধ	অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কাঠামো বিলুপ্ত	প্রকৃত অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ শনাক্ত হয় না
৬. সমন্বয়হীনতা	বীজ বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে তথ্য বিনিময় দুর্বল	পুনরাবৃত্তি কাজ ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল
৭. অনলাইন ডেটা ব্যবস্থাপনার অভাব	ডেটাবেইজ ও সফটওয়্যার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা	তথ্য বিশ্লেষণ দুর্বল, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়
৮. ব্যয়কেন্দ্রিক মানসিকতা	আর্থিক অগ্রগতিকে বাস্তব সাফল্য হিসেবে দেখা হয়	ভৌত অগ্রগতি ও ফলাফল উপেক্ষিত থাকে

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা: সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাধান ও প্রত্যাশিত ফলাফল বর্ণনা করা হলো:

(ক) বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ছক নির্ধারণ

বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনার একটি ছক প্রণয়ন করা হবে যাতে বিগত বছরের অর্জন, বর্তমান কোডওয়ারী ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা, বাস্তবায়ন কৌশল, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের তালিকা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

(খ) কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ:

কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হবে যাতে পদ্ধতিগত মনিটরিং নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;

(গ) মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা

একটি মনিটরিং কাঠামো প্রস্তুত করা হবে;

(ঘ) দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ

বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও মতবিনিময় সভা করা হবে, যাতে তারা বিশ্লেষণ দক্ষতা অর্জন করবে এবং এর মাধ্যমে নতুন পদ্ধতি দ্রুত গ্রহণ সহজ হবে যা উদ্যোগের কার্যকারিতা ও টেকসইতা নিশ্চিত করবে;

(ঙ) জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতি

বীজ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে উদ্যোগটির উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা সভা, কর্মশালা ও পুরস্কার প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হবে। এতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ মনিটরিংকে উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে দেখবেন যার ফলে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা সংস্কৃতি গড়ে উঠবে ও তথ্য প্রদানে অনীহা দূর হবে।

(চ) গাইডলাইন প্রস্তুত

একটি লিখিত গাইড লাইন করা হবে যাতে সমগ্র উদ্যোগটির বাস্তবায়ন কৌশলের বর্ণনা থাকবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তবিত পরিসংখ্যান

পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

'বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন'

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

বীজ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান:

বাজেট অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ।

পাইলটিং স্থান:

বিএডিসির একটি বীজ কার্যক্রম, ঢাকা।

পাইলটিং এর যৌক্তিকতা:

বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণে একটি একীভূত পরিকল্পনা কাঠামো ও স্বচ্ছ মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং ফলাফলভিত্তিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

সময়সীমা:

০১ নভেম্বর ২০২৫ হতে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬।

সম্ভাব্য ফলাফল:

পরিকল্পনা ও মনিটরিংয়ের জন্য একটি মানসম্মত কাঠামো প্রবর্তিত হবে। বাজেট ব্যবহারে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ফলাফল পরিমাপযোগ্য হবে এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। বাজারে মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, একক ব্যয় কমবে এবং কৃষকের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

অংশীজন ও সম্পৃক্ততা কৌশল

পাইলটিং-এ বিভিন্ন অংশীজনকে যুক্ত করা হবে। তাদের ভূমিকা ও কাজে লাগানোর কৌশল নিম্নরূপ:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা :

পাইলটিং টিম গঠন ও পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, নীতি অনুমোদন, অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং বাজেট শাখা ও মনিটরিং শাখাকে সম্পৃক্তকরণ ও ফলাফল পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে। পাইলটিং কার্যক্রমের সফলতা এ অধিশাখার উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন কৌশলের উপর বহুলাংশে নির্ভারশীল।

বীজ বিভাগ, বিএডিসি :

পরিকল্পনা ও মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক নির্মানে সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়ন। এদেরকে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে।

বিএডিসি'র ফিনান্স বিভাগ:

বাজেট কর্মপরিকল্পনার বীজ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সংযোগ সৃষ্টি করা। এদেরকে তহবিল ও বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে উৎসাহ দিয়ে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও বীজ কার্যক্রমে ইউনিটসমূহ:

মাঠপর্যায়ে উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করবে ও পাইলটিংয়ে সুপারিশকৃত পদ্ধতি পরীক্ষণ এবং চুড়ান্ত পদ্ধতি বাস্তবায়ন করবে। এদের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনা:

এ কার্যক্রমে কোন অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। নিয়মিত বাজেট হতে সভা, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

মানবসম্পদ:

বিদ্যমান জনবল দিয়ে কার্যক্রমটি সম্পন্ন করা হবে।

সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	নির্ধারিত সময়	মন্তব্য
১	পাইলটিং কার্যক্রম সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ ও টিম গঠন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	২ নভেম্বর ২০২৫	কার্যক্রমের সূচনা ও দায়িত্ব বণ্টন
২	টিমের সাথে সভা ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং চূড়ান্তকরণ	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	৩ নভেম্বর ২০২৫	প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা ও সময়রেখা নির্ধারণ
৩	কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	৬ নভেম্বর ২০২৫	নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ
৪	টিমের ২য় সভা ও পরিকল্পনা প্রস্তাব ছকের খসড়া প্রস্তুত	বাজেট শাখা ও মনিটরিং শাখা	৯ নভেম্বর ২০২৫	ফরম্যাট প্রস্তুতি
৫	অংশীজনদের সাথে সভা	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	১২ নভেম্বর ২০২৫	অংশীজনদের মতামত গ্রহণ ও সমন্বয়
৬	মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক মূল্যায়ন	মনিটরিং শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	১৬ নভেম্বর ২০২৫	ফলাফলভিত্তিক সূচক নির্ধারণ
৭	অংশীজনদের সাথে দ্বিতীয় সভা	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	২৩ নভেম্বর ২০২৫	প্রস্তাব যাচাই ও চূড়ান্তকরণ
৮	গাইডলাইন প্রণয়ন	বাজেট ও মনিটরিং অধিশাখা	৩০ নভেম্বর ২০২৫	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও SOP তৈরি
৯	ইনডাকশন সভা (কেন্দ্রীয় পর্যায়ে)	কৃষি মন্ত্রণালয়	৭ ডিসেম্বর ২০২৫	সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ
১০	প্রশিক্ষণ সভা	বিএডিসি	১৪ ডিসেম্বর ২০২৫	মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি
১১	বিএমসি'তে উপস্থাপন ও অনুমোদন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	২১ ডিসেম্বর ২০২৫	অনুমোদন সম্পন্ন
১২	বাস্তবায়ন (পাইলটিং কার্যক্রম শুরু)	বীজ বিভাগ, বিএডিসি	১ জানুয়ারি ২০২৬	একটি বীজ কার্যক্রম পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন শুরু
১৩	অংশীজনদের ওয়ার্কশপ ও সচেতনতা সভা	বিএডিসি	১১ জানুয়ারি ২০২৬	অভিজ্ঞতা শেয়ার ও প্রচারণা কার্যক্রম
১৪	ফিডব্যাক মিটিং ও পাইলটিং মূল্যায়ন	বাজেট অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮ জানুয়ারি ২০২৬	পাইলট ফলাফল বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত
১৫	প্রয়োজনীয় পুনঃডিজাইন ও রোল-আউট পরিকল্পনা	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৫-৩১ জানুয়ারি ২০২৬	জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত

অংশীজন মতামত জরিপ (নির্বাচিত ৪টি মতামত)

৪. বীজ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রস্তাব প্রস্তুতির জন্য কি কোনো নির্ধারিত ছক (Template) রয়েছে?

11 responses

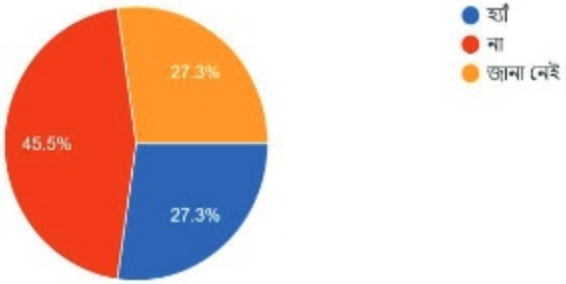

৫. কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রস্তাবে সাধারণত কোন কোন বিষয়/দলিল অন্তর্ভুক্ত থাকে? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)

10 responses

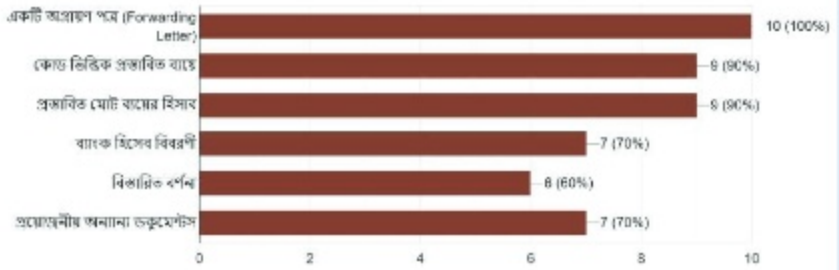

৬. আপনার মতে, বীজ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রস্তাবে নিচের কোন বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? (একাধিক উত্তর নির্বাচন করা যেতে পারে)

11 responses

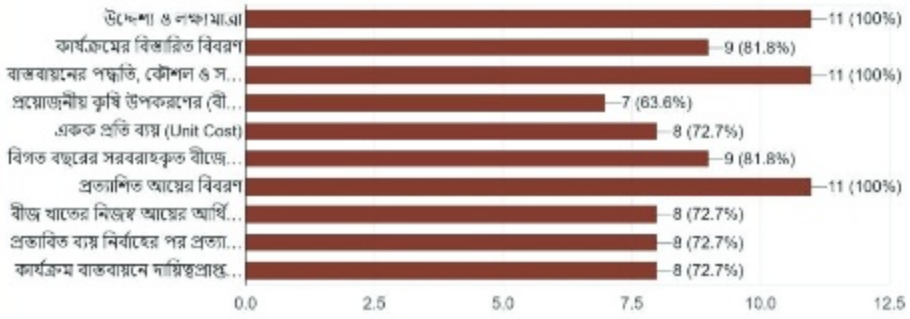

১৩. আপনার দৃষ্টিতে "বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন" উদ্যোগটি কি ইতিবাচক ও সময়োপযোগী?

11 responses

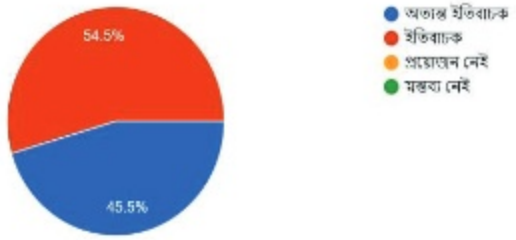

গুগল ফর্মের মাধ্যমে অংশীজনের মতামত সংগ্রহ করা হয়। মোট ১৪ টি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৪টি প্রশ্নে উত্তর উপরে দেওয়া হলো। গৃহীত উদ্যোগটি ইতিবাচক কি না তা জানতে (১৩ নং প্রশ্নে) চাওয়া হয়। ৫৪.৫% উত্তরদাতা 'অত্যন্ত ইতিবাচক' ও ৪৫.৫% উত্তরদাতা 'ইতিবাচক' বলে মতামত দেন, অর্থাৎ ১০০% উত্তরদাতা উদ্যোগটির পক্ষে সমর্থন জানান।

টেকসইকরণ

এ উদ্যোগটিকে টেকসই করতে পরবর্তীতে এটিকে ডিজিটালাইজেশন করা হবে এবং একটি গাইডলাইন জারি করা হবে।

রোল-আউট ও রেপ্লিকেশন

একটি বীজ কার্যক্রমে পাইলটিং-এর সাফল্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সকল বীজ কার্যক্রমে এ পদ্ধতি রোল-আউট করা হবে।

সারসংক্ষেপ

"বীজ কার্যক্রম পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংস্কার" কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীজ কার্যক্রমে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার ও কর্মসম্পাদনের নির্ভুল মনিটরিং নিশ্চিত হবে। কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে। ফলে দেশের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

119th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

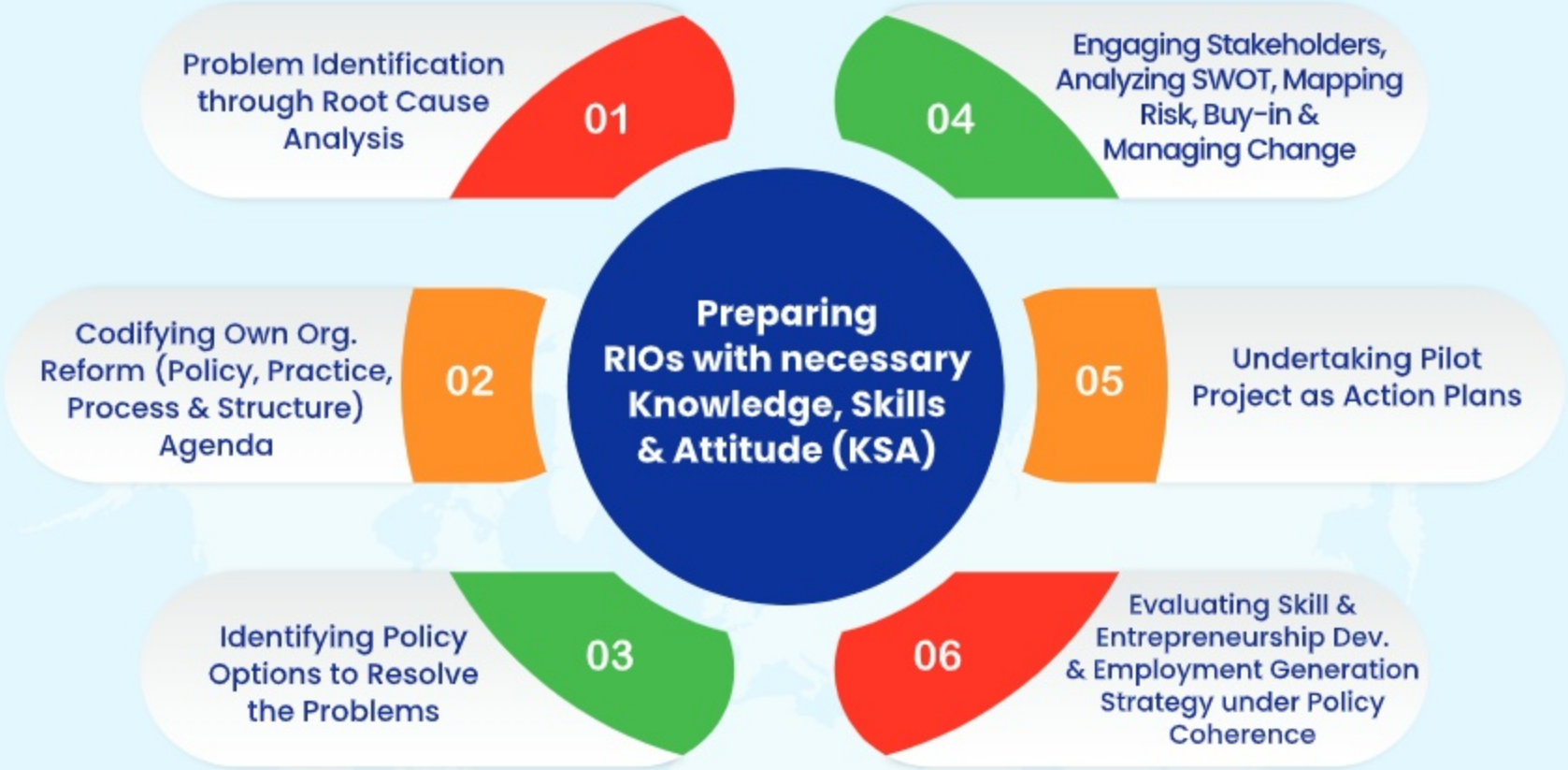

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC কৃষি মন্ত্রণালয়